# ডিরোজিও --- এক শিক্ষক, যন্ত্রনার অনেক পথ

ড. তন্বিতা দত্ত

*অ্যাসোসিয়েত প্রফেসর, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয়*

আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন?

আপনি কি মনে করেন যে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়?

আপনি কি মনে করেন যে, ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষ্পাপ ও সমর্থনযোগ্য?

আপনি কি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মত প্রচার করেন? [১]

উত্তর — না। না। না। স্পষ্ট, নিঃশঙ্ক এবং সুদীর্ঘ যুক্তিগ্রাহ্য খন্ডন। হিন্দু কলেজ পরিচালন সমিতির সহ-সভাপতি এইচ. এইচ. উইলসনের পত্রের জবাবে সদ্যকর্মচ্যুত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র প্রত্যুত্তর। ১৬ এপ্রিল, ১৮৩১ -এ সহ-সভাপতির চিঠি, যার শেষাংশে স্পষ্ট দেশীয় পারিপার্শ্বের প্রবল বিরুদ্ধ চাপ ...

... আপনাকে প্রশ্ন করার অধিকার না থাকলেও আপনার বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণ সমূহের ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্নগুলি করলাম। এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে পারলে অথবা যাঁদের ভালো ধারণার মূল্য আছে তাঁদের কাছে আপনার লিখিত প্রতিবাদ পেশ করতে পারলে খুশি হতাম। [২]

প্রতিবাদ করেছিলেন ডিরোজিও অসংকোচে ... কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিবাদের ঝড় তুলে নয়। লিখেছিলেন,

... কুৎসিত গুজবের ভয়ে কলেজের দেশীয় কর্মাধ্যক্ষরা আমার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেতা কি সমর্থনযোগ্য? একথা ঠিক যে, তাঁদের কার্যবিবরণীতে আমার বিরুদ্ধে কোন নিন্দা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু মিথ্যা কুৎসিত গুজবের ভিত্তিতে শাস্তিপ্রদান কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়? আমায় মার্জনা করবেন — আমি বিশ্বাস করি যে, নিছক গুজবের ভিত্তিতেই আমার কর্মচ্যুতি ঘটেনি। অর্থাৎ গুজবকে শান্ত করার জন্য নয়, তাঁদের অন্ধ গোঁড়ামিই আমার প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণার কারণ। এইজন্য অভিনব কৌশলে, সমস্ত সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আমায় পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। তাঁদের আচরণের কথা যাঁরাই জেনেছেন তাঁরাই নিন্দা করছেন। কিন্তু তাঁদের এই আচরণের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলে তাঁদের প্রতি অধিক মর্যাদা দেওয়া হবে বলে মনে করি। তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। [৩]

অর্থাৎ একতা ছন্দপতন। উপসংহার। পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই যেখানে শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের জয়পতাকা ওড়াল, সেখানে বাংলার নবযুগের প্রথম সকালেই শক্তির দৌড়ে বিরামচিহ্ন যুক্ত হয়ে গেল। এমনতা ঘতবার কারণ, কিছু মৌল প্রশ্ন তোলা, কিছু গভীর জীবন দর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার ভাব বিনিময়। শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্কের গভীরে অন্যতর কোনো সুর - সংযোজনা। সেই সব ছাত্র, যাঁদের সম্পর্কে ডিরোজিও ভাবেন।

...Expanding like the Petals of young flowers I watch the gentle opening of your minds.[8]

ভাবেন, সদ্য ফোতা ফুলের অশেষ সৌন্দর্য বুকে নিয়ে ওরা অপেক্ষায় আছে। বিকশিত ... প্রসারিত হবার অপেক্ষায়।

তোমাদের গৌরবের কুঁড়িগুলি সবেমাত্র মেলেছে পশরা,

নন্দনের পারিজাত হয়ে তারা কোনো দিন হবে বিকশিত। ৫

তাই তাদের প্রস্ফুতনে গেঁথে দিতে হবে শক্ত জ্ঞানের শিকড়। যৌক্তিক, বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার আলোকিত অভীপ্সা। সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা সম্পর্কে নবীন ভাবনার দশা। ডিরোজিও বলেছিলেন ...

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশি সজাগ যে অত্যন্ত ছোতখাত বিষয়েও আমি কখনও একতি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা। [৬]

এই ধারণা মুক্ত মনে প্রকাশ করবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন বলেই তিনি ভারতবর্ষের 'প্রথম ছাঁতাই শিক্ষক' - এর রেকর্ড অর্জন করতে পেরেছিলেন। জীবনের বাইশতি বছর পূর্ণ হবার ক'দিন পরেই তাঁকে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল হিন্দু কলেজের সিংহদ্বারের বাইরে। এরই মাঝখানে ঘতে গেছে কত পুঞ্জীভূত রোষের উদ্গীরণ, কর্তৃপক্ষে - অভিভাবকে মিলে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সত্য - মিথ্যেয় মেশানো চোখরাঙানি। কুৎসা ঝরানো স্মারকলিপি পাঠ, এবং ১৮১৩ - এর ২৩ এপ্রিল, শনিবারে ডাকা অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন। 'সত্য যে কঠিন', তাই তাকে ভালোবাসাও কঠিন। তবু 'কঠিনের ভালোবাসিয়াছি' বলে ডিরোজিও বিদায় নিলেন রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে। এতে তাঁর নয় আপাত কিছু ক্ষতি সাধন

হল। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তিতে সামান্য কালিমালেপন। আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু। ২৬.১২.১৮৩১ তারিখে। ১৭.১২.১৮৩১ - এ 'ইস্ত ইন্ডিয়ান' পত্রিকায় তবু শেষবারের মত ধরা কলমে প্রকাশ পেল বাংলাদেশের বৌদ্ধিক উত্তরণের কামনা। ইওরোপীয় সমাজের প্রতি আহ্বান জানালেন ভারতীয় জগনের বৃহত্তর প্রবাহের সঙ্গে মিশে যাবার কারণ, পারস্পরিক বোঝাপড়াতেই এদেশের কল্যাণ। ... The most Pleasing feature in this instituting in its freedom from illiberality.[৭] অর্থাৎ সর্বতোভাবে সরে যাবার মুহূর্তেও তাঁর স্বপ্ন দেখা শেষ হয়নি-

মেঘের উপরে মেঘ জমে আছে, যেন
অতিকায় স্বপ্নের আকৃতি সব; ভোর
যত দীপ্ত হয়ে ওঠে, সরে যায় তারা।
Could piled on could was there, and they did seem
Like the fantastic fingures of a dream
Till morning brighter grew and then they
rolled away.[৮]

ভোরের দীপ্তির সঙ্গে তারাদের মুছে যাওয়াতেই তো নবজাগরণের সার্থকতা। 'নবজাগরণ' মানে নতুন করে বাঁচা। নতুন রূপে বাঁচা। 'রিনাসচিতা' থেকে রেনেসাঁ। ফরাসি রেনেসাঁ, ইতালিয় সিনকোসেন্তো, জার্মানির রিফর্মেশন ... হাত ধরাধরি করে বঙ্গীয় নবজাগৃতির ভিত শক্ত করল। আর সেই শক্ত ভিতের গোড়াতেই চিরকালের মত মুদ্রিত হয়ে গেল একতি বিদায়ী স্বপ্নাতুর মুখ। নরম ভেজা আঁখিপল্লব আর ছোট্ট ওষ্ঠাধর ... উচ্চারণ করে গেল ছাত্রদের প্রতি আবহমান শিক্ষকের আশীর্বচন।

As your knowledge increases, your moral principles will be fortified, and rectitude of conduct will ensure happiness. My advice to you is, that you go forth into the world strong in wisdom and in worth, scatter the seeds of love among mankind, seek the peace of your fellow creaturs...[৯]

একথা সত্যি, ডিরোজিও-র সাক্ষাৎ ছাত্রদল, মনেপ্রাণে বহন করেছিলেন ডিরোজিও-র শিক্ষাদর্শ। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'Life of David Hare' - গ্রন্থে কয়েকজন ডিরোজিয়ানকে 'fire - brand' বা 'আগুনের ফুলকি' বলে অভিহিত করেছিলেন। এঁরা হলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষ। এছাড়া ছিলেনপ্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ং, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহেড়ী, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক এবং অমৃতলাল বসু। হিন্দুবর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক সনাতনত্বের মূলে তীব্র অভিঘাত হেনে ডিরোজিও-র শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে রইল বিচিত্র পদবীর অধিকার। শ্রেণী-বর্ণ-আচার সংস্কারগত ধর্মবিশ্বাসকে ভেঙ্গে সেখানে এসেছিল 'রিণাস্চিতা'র বিচ্ছুরণ। যার বৈশেষিক লক্ষণ হল ---

ক. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিউতন আর ডেভির অনুগমন।
খ. ধর্মের ক্ষেত্রে হিউম, তমাস পেইনের দর্শন অনুধাবন।
গ. রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্থাম, তমাস পেইনের স্বীকৃতি।
ঘ. অধিবিদ্যা বা সাধারণ ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে লক, রীড, স্তুয়ার্ত, ব্রাউনকে আত্মস্থীকরণ।[১০]

আর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কায়মনোবাক্যে পৌত্তলিকতার বাইরে যাওয়া। একেশ্বরবাদে আস্থা স্থাপন। হিন্দুধর্মের অর্ন্তঘাতমূলক বন্ধতার বিষাক্ত দিকগুলোকে মনে প্রাণে বর্জন। অথচ সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্যন্তিক মুক্তিকামনা। শৃঙ্খলমুক্তি। শুধু শেকল ভাঙাই নয়, 'রেনেসাঁর সেই আবেগ যা নিপতিত বর্তমানের সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্ণিল অতীতের দিকে মানসযাত্রা' করার, সোনালি অতীতের আদর্শে বর্তমানের নতুন করে জাগিয়ে বা সাজিয়ে তুলতে চায়।

স্বদেশ আমার! কি বা জ্যোতির মন্ডলী
ভূষিত ললাত তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভাবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ। মহিমা কোথায়!

My courtry in the day of glory past
A beauteous halo circled round they brow,
and worshipped as a daily thou wast -
where is that glory, where that reverence now?[১১]

কিন্তু তবু তলের গভীরে ছোতো ছেতো শ্যাওলার আস্তরণ। আলোর আড়ালে আঁধারের বিন্দু বিন্দু ফুলকি। ডিরোজিও আর তাঁর ছাত্রদল, সূর্য আর সূর্যমুখীর অবিরাম হৃদয়-বিনিময়, বিজ্ঞানমনস্কতা আর যৌক্তিক প্রশ্নোত্তরের অনর্গল অভ্যাস ছোতোখাতো কালোর আঁচড়ে কলঙ্কিত হতে থাকে। সন্ত্রস্ত অবিশ্বাস বাস্তব হয়ে ধরা পড়ে অন্যপথে--- "ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজে অগ্রসর বালকদিগের হিন্দু সমাজ-নিষিদ্ধ পানভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল"। রেভান্ডের হাউ নামে একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক হাবড়াতে বাস করতেন। সেখানেও কলেজের

ছাত্রদের মধ্যে সুরাপানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। সে যুগে সুরাপান করা কুসংস্কার মোচনের একতা প্রধান উপায় স্বরুপ ছিল। "যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রকাশ্য ভাবে সুরাপান করিতে পারতেন, তিনি সংস্কার দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।[১২]

মুচকি হেসে সমকালীন সাহিত্যের কলমে পিছড়ে পড়ে ব্যঙ্গ। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নববাবু জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় বলেছে,

আমাদের সকলের হিণ্ডুকূলে জম্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে
সুপারস্তিসনের শিকলি কেতে ফ্রী হয়েছি।[১৩]

হিণ্ডু কলেতে যে সব বিদেশী ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-সমাততত্ত্বের চর্চা চলত, তার সঙ্গে সত্যিই কি দেশীয় ঐতিহ্যের কোনো সংযোগ ছিল না?

তাহলে অন্বেষণ কিযের?...

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অনেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!

Well - let me die into the depths of time,
and bring from out the ages that have rolled
a few small fragments of those wrecks sublime,
which human eye may never more behold;
and let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee![১৪]

এ কি নিছক কাব্যপ্রলাপ! শোনা যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে কলেত্রে এক ছাত্র ডিরোতিও-র Parthenon নামে ইংরেতি মাসিক পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, তারা হিণ্ডু ধর্মকে হৃদয়ের অন্তরতম স্তর থেকে ঘৃণা করেন। তাহলে কি একদিকে মানসিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় ভাব ও চিন্তার বিকাশ অন্যদিকে ঐতিহ্যবর্তিত পরানুকরণ প্রীতি তাঁদের মধ্যে দোলাচল তৈরী করেছিল। কিংবা চিত্রবিকার। এই জন্যই কি দেবমণ্ডিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা 'ইলিয়ড' আবৃতি করতেন?[১৫] মধুসূদন দত্তের নবকুমার যেমন বক্তৃতায় বলেছে,

আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁতু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে,
জ্ঞানের শক্তির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে।[১৬]

বলেছে, তেন্তেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এডু কেত কর--- তাদের স্বাধীনতা দত্ত--- জতভেদ তফাৎ কর আর বিধবাদের বিবাহ দাও --- তাহলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে তক্কর দিতে পারবে নচেৎ নয়।[১৭]

একই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তারাচরণও বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও পৌত্তলিক বিদ্বেষ ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে, আর প্রচার করেছে ... তোমরা ইত পাতকেলের পূত্র ছাড়, খুড়ী ঠ্যেঁাই-এর বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহালের পিঁত্রায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।[১৮]

কিন্তু সে যে বড় কঠিন সময়। নারীকে অতর্কিতে বাইরে আহ্বানের মধ্যে যেমন শিক্ষানবীশের অপরিণামদর্শিতার পরিচয়, তেমনি নারীর অবরোধ অবগুণ্ঠনের সামনে দেবেন্দ্রের মত কামুক বারবিলাসী পুরুষের ভিড়ে যুগের অন্ধকার। সেই ভিড়ে একই সঙ্গে এসে মিশেছে নিমচাঁদ আর অতলবিহারীর মত ভিন্নরুচির মানুষ। তাদের আলাদা করে চিনে নেবার লোক কোথায়? ইতিহাস শুধু সাক্ষ্য দেয়, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় বিপথগামী হলেও তাদের সাহিত্যরুচি ছিল প্রবল। এই রুচিবোধ তাদের জীবনের মূল্যবোধ থেকে যে বিচ্ছিন্ন করেনি, অশিক্ষিত অতলবিহারীর নিলর্জ্জ লাম্পত্যের পাশে নতুন সংস্কৃতির দোলাচলে আধা বিভ্রান্ত অথচ মানসিক মাধুর্যে পূর্ণ নিমচাঁদের অবস্থান তার প্রমাণ। 'রিভাইব্যাল অব লার্ণিং' - এর সৌজন্যে সর্বাগ্রে তাঁরা শিক্ষালাভ করেছিলেন স্পষ্টবাচন আর সত্যভাষণের। এতুকু প্রাপ্তিও কি কম একজনশিক্ষকের কাছে!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক --- বিপদের ঠোকর খাইলেও আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একতি প্রবীনও আছে, বাধার বিকত চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাত কী। বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুথিঁর আকারে বাঁধাইয়া

রাখিয়া একতি বৃঃ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, ত্রীবের মধ্যে উভয়েই কাত করিতেছে'।[১৯]

এই সত্রীব, প্রবল, কৌতুহলী আর দুর্দান্ত নবীন প্রাণের সঙ্গে বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা ঠান্ডা ভয়ের দাপতে রুক্ষ্ম প্রবীনের সংঘাত আসলে ডিরোতিও আর তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে সমকালের বিরোধের রেখাচিত্র স্পষ্টতা পেয়েছে। তবু 'দেখাই যাক না' - এর কাছে যে স্বভাবতই অনেক প্রত্যাশা! আর প্রত্যাশা বেশি বলেই আঘাতও ততোধিক। তাই ১৮৩১ - এর ২৬ ডিসেম্বর সোমবারের সকালতায় শোকের 'আড়ম্বর' লোকদেখানো মনে হয়েছিল। অন্তঃসারশূন্যতার ক্ষণত্রীবী মৌতাতে কেমন করুণ হয়ে ধরা পড়েছিল হেনরি ডিরোতিওর পরিকল্পিত শবযাত্রা। আর তা যদি নাই হয় তবে একতন মহর্ষিতুল্য শিক্ষকের আকস্মিক মৃত্যুতে কেন এত দ্রুত নিঃসঙ্গ আর সর্বহারা হয়ে পড়বে তাঁর পরিবারের সদস্যরা। কেন কেউ পাশে দাঁড়ানোর থাকবে না। এ কেমন উত্তরাধিকার! ডিরোতিওর শেষ দিনগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন যিনি সেই তমাস এডওর্ডাস - এর বক্তব্য থেকে শোনা যায়, ডিরোতিওর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ অনুয়ারী ১৮৩২ -এ। 'পেরেন্তাল অ্যাকাডেমির ইন্‌স্তিতিউশন'- এ। সভাপতিত্ব করেছিলেন তে ডব্লু. রিকেত্‌স্। সাততি মহান প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে আর ডিরোতিওর স্মৃতিসৌধ স্থাপনের তন্য ঐ সভা থেকেই চাঁদা ওঠেন ন'শো তাকা। এদওয়ার্ডস লিখেছেন, ফেনউইক নামে একতন ডিরোতিও অনুরাগী ঐ তাকা পুরোতাই আত্মসাৎ করেন। আর তাঁর এ হেন ব্যবহারে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে ডিরোতিও-র শিষ্যরা এ ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।২০

এই উৎসাহ হারিয়ে ফেলবার মধ্যে কি তবে অমন দুঃসাহসী ডিরোত্তিয়ানদের ভেতরেও ঘাপতি মেরে লুকিয়ে থাকা কোনো লোমচর্ম, সন্ত্রস্ত প্রবীণের তয় হয়ে গেল।

**সূত্রনির্দেশ**


(১) দত্ত, অমর;ডিরোতিও ও ডিরোত্তিয়ান্স্; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ- ২১।
(২) তদেব, পৃঃ- ২১-২২।
(৩) তদেব, পৃঃ- ২৪-২৫।
(৪) বণ্ড্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত); ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেত কবিতা; (ডিরোতিও স্মরণ সমিতি), পরিবেশক - প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ-৯৬।
(৫) সেনগুপ্ত, পল্লব; ঝড়ের পাখিঃ কবি ডিরোতিও; পুস্তক বিপণি, পৃঃ- ১২৪
(৬) মুখোপাধ্যায়, ড. শক্তিসাধন; ইতালীয় রেণেসাঁসের আলোক বাংলার রেণেসাঁস; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ- ১৩৭।
(৭) ঝড়ের পাখিঃ কবি ডিরোতিও, পৃঃ- ১৮।
(৮) ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেত কবিতা, পৃঃ-৪৮।
(৯) ইতালীয় রেণেসাঁসের আলোক বাংলার রেণেসাঁস, পৃঃ- ১৩৭।
(১০) ডিরোতিও ও ডিরোত্তিয়ান্স্ , পৃঃ- ৪১।
(১১) ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেত কবিতা, পৃঃ-৭১
(১২) শাস্ত্রী, শিবনাথ; রামতনু লাহিলী ও তৎকালীন বঙ্গসমাত; নিউ এত পাবলিশার্স, পৃঃ-৮৯।
(১৩) মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ- ৫০।
(১৪) ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেত কবিতা, পৃঃ-৭০।
(১৫) শাস্ত্রী, শিবনাথ; রামতনু লাহিলী ও তৎকালীন বঙ্গসমাত।
(১৬) মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ-৫০।
(১৭) মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ- ৫০।
(১৮) বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাস খন্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ- ২১৬।
(১৯) কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী এয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ- ৩৯৫।
(২০) রায়চৌধুরী, সুবীর; হেনরি ডিরোতিওঃ তাঁর ত্রীবন ও সময়; ন্যাশনাল বুক ত্রাস্ত; নয়াদিল্লী; পৃঃ- ১০০-১০৩।